পলিসি ব্রিফ
#১১৮/২০২৩

মার্চ ২০২৩

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন খাত ও প্রতিষ্ঠান নিয়ে গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। টিআইবি'র অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতগুলোর মধ্যে পরিবেশ ও স্বাস্থ্য অন্যতম। পরিবেশ দূষণ রোধ, জনস্বাস্থ্যের সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্য সেবায় জড়িত অংশীজনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য একটি যুগোপযোগী ও কার্যকর চিকিৎসা বর্জ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে তোলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিবেশ অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়সহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের ওপর সমন্বিতভাবে চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য একটি কার্যকর ব্যবস্থা তৈরির দায়িত্ব রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিদ্যমান কাঠামো ও এক্ষেত্রে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ সুশাসনের দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণ করার উদ্দেশ্যে টিআইবি সম্প্রতি 'চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়' শীর্ষক একটি গবেষণা পরিচালনা করে যা ২০২২ সালের ১৩ ডিসেম্বর প্রকাশিত হয়। এ গবেষণার উদ্দেশ্যগুলো ছিল চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা এবং উপযুক্ত সুপারিশমালা প্রস্তাবনা আকারে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের নিকট উপস্থাপন করা। গবেষণার পূর্ণ প্রতিবেদন ও অন্যান্য নথি সংশ্লিষ্ট অংশীজনের কাছে প্রেরণ করা হয়েছে, যা টিআইবির ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে। উপরোক্ত গবেষণার ওপর ভিত্তি করে এই পলিসি ব্রিফ তৈরি করা হয়েছে।

গবেষণায় চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি সমূহে দুর্বলতা চিহ্নিত হয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়সহ সংশ্লিষ্ট অংশীজন কর্তৃক বিদ্যমান চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আইন, বিধিমালা, গাইডলাইন, সম্পূরক বিধি এবং নির্দেশিকা প্রয়োগ ও প্রতিপালনে ঘাটতির চিত্র উঠে এসেছে। চিকিৎসা বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ গত ১৪ বছরেও বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান, সংশ্লিষ্ট অংশীজনের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সার্বিকভাবে তত্ত্বাবধান করার জন্য একটি 'কর্তৃপক্ষ' গঠনের নির্দেশনা থাকলেও তা এখনো করা হয়নি। অন্যতম অংশীজন হওয়া সত্ত্বেও হাসপাতাল ও সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার কর্মকর্তাসহ অন্যান্য অংশীজন বিদ্যমান আইনি কাঠামো এবং দায়িত্ব সম্পর্কে সঠিকভাবে অবগত নয়। একইসাথে চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট এসব প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, সমন্বয় এবং অংশীজনের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করায় ঘাটতি রয়েছে। অধিকাংশ হাসপাতালে অভ্যন্তরীণ বর্জ্যের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা নেই। হাসপাতাল ও বহির্বিভাগীয় ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, বাজেট, আধুনিক প্রযুক্তি, দক্ষ জনবল ও শোধনাগারের ঘাটতি বিদ্যমান। এছাড়া, চিকিৎসা বর্জ্য সংক্রান্ত কার্যক্রম ও ব্যবস্থাপনায় বিবিধ অনিয়ম ও দুর্নীতি বিদ্যমান; যেমন: নির্দিষ্ট রঙ ও সাংকেতিক চিহ্ন যুক্ত বর্জ্য সংরক্ষণ পাত্র ব্যবহার না করা, বর্জ্য পরিশোধন ও বিনষ্টকরণে অনিয়ম, বর্জ্য ধ্বংস না করে সিন্ডিকেটের মাধ্যমে বিক্রি করে দেওয়া, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মী নিয়োগে অনিয়ম ও দুর্নীতি ইত্যাদি। সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য অংশীজনের দায়িত্বে অবহেলা ও অব্যবস্থাপনা থাকলেও তা প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে ঘাটতি বিদ্যমান। ফলে সংক্রমণসহ জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ দূষণের ঝুঁকি ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সার্বিকভাবে বলা যায়, চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ সুরক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলেও এই ক্ষেত্রটিকে যথাযথ প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে না।

সুপারিশ

গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে টিআইবি এই পলিসি ব্রিফটির মাধ্যমে নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করছে:

সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
আইন ও নীতি প্রণয়ন, সংশোধন ও প্রতিপালন সংক্রান্ত নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে করণীয়	
১. আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা ও চর্চা অনুসরণ এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনের দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে চিকিৎসা বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ সংশোধন করতে হবে	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়; পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়; পরিবেশ অধিদপ্তর; স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়; স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
২. পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫-এর সংশ্লিষ্ট ধারায় সুস্পষ্টভাবে চিকিৎসা বর্জ্যকে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর হিসেবে সংজ্ঞায়িত করতে হবে	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়; পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়; পরিবেশ অধিদপ্তর

[১] গবেষণা সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট দলিলসমূহ (মূল প্রতিবেদন, বাংলা ও ইংরেজি সার-সংক্ষেপ, উপস্থাপনা) টিআইবির ওয়েবসাইটে (https://www.ti-bangladesh.org/beta3/index.php/en/research-policy/92-diagnostic-study/6596-2022-12-13-04-47-17) পাওয়া যাবে।

সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা	
৩. সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভায় চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য আলাদাভাবে জনবল নিয়োগ দিতে হবে এবং যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে দক্ষ করে তুলতে হবে	সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা; স্থানীয় সরকার বিভাগ; স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
অবকাঠামো, প্রযুক্তি ও সুরক্ষা	
৪. চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সক্ষমতা ও কার্যকরতা বৃদ্ধির জন্য অবকাঠামো উন্নয়ন এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহকে অগ্রাধিকার দিয়ে সরকারের পক্ষ থেকে আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে	পরিবেশ অধিদপ্তর; স্বাস্থ্য অধিদপ্তর; হাসপাতাল; স্থানীয় সরকার বিভাগ; স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়; সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা; বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়; জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়; অর্থ বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়
৫. চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আধুনিক এবং উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে। প্রত্যেক সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালের জন্য ইটিপি ও এলাকাভিত্তিক কেন্দ্রীয় ইনসিনারেটর স্থাপন করতে হবে এবং দক্ষ জনবল দ্বারা চিকিৎসা বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণ করতে হবে	পরিবেশ অধিদপ্তর; স্বাস্থ্য অধিদপ্তর; হাসপাতাল; স্থানীয় সরকার বিভাগ; স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়; হাসপাতাল; সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা; বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়; জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
৬. চিকিৎসা বর্জ্যকর্মীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে স্বাস্থ্যবীমা সুবিধা প্রদান করতে হবে	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর; স্থানীয় সরকার বিভাগ; অর্থ বিভাগ
স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা	
৭. চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সমন্বয়, তদারকি ও তত্ত্বাবধান নিশ্চিত করতে নির্দেশনা অনুযায়ী 'কর্তৃপক্ষ' গঠন করতে হবে এবং জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি গঠন করতে হবে; 'কর্তৃপক্ষ ও কমিটি'র কার্যকরতা নিশ্চিতে সুনির্দিষ্ট স্ট্যান্ডার্ড অপারেশন প্রসিডিউর প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়; পরিবেশ অধিদপ্তর; স্বাস্থ্য অধিদপ্তর; বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়; জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়; হাসপাতাল; সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা
৮. কেন্দ্রীয় তথ্য-উপাত্ত ভান্ডার তৈরি করে উৎপন্ন বর্জ্যের পরিমাণ সম্পর্কিত হালনাগাদ তথ্য ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট অংশীজনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে	পরিবেশ অধিদপ্তর; স্বাস্থ্য অধিদপ্তর; হাসপাতাল; স্থানীয় সরকার বিভাগ; স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়; হাসপাতাল; সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা; বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়; জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়; তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
৯. চিকিৎসা বর্জ্যের ঝুঁকি সম্পর্কে হাসপাতালের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্যকর্মী, চিকিৎসা বর্জ্যকর্মী এবং জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বৃদ্ধি করতে হবে	পরিবেশ অধিদপ্তর; স্বাস্থ্য অধিদপ্তর; হাসপাতাল; স্থানীয় সরকার বিভাগ; সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা; বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়
সমন্বয়	
১০. চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব অনুযায়ী পারস্পারিক সমন্বয় ও নিয়মিত পরিবীক্ষণ কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে	পরিবেশ অধিদপ্তর; স্বাস্থ্য অধিদপ্তর; হাসপাতাল; স্থানীয় সরকার বিভাগ; স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়; হাসপাতাল; সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা; বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়; জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
দুর্নীতির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ	
১১. পুনঃব্যবহার ও পুনঃচক্রায়নযোগ্য চিকিৎসা বর্জ্যের অবৈধ ব্যবসা এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মী নিয়োগে অনিয়ম ও দুর্নীতি বন্ধে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে	পরিবেশ অধিদপ্তর; স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়; স্বাস্থ্য অধিদপ্তর; হাসপাতাল; স্থানীয় সরকার বিভাগ; স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়; হাসপাতাল; সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা; বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়; জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়; স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
১২. চিকিৎসা বর্জ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতে সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য ওয়েবসাইটসহ বিভিন্ন মাধ্যমে নিয়মিত ও হালনাগাদ প্রকাশ এবং প্রযোজ্য সকল ক্রয় ও নিয়োগের ক্ষেত্রে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করতে হবে।	

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫), বাড়ি ০৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯।
ফোন: +৮৮০২ ৪৮১১৩০৩২-৩৩, ৪৮১১৩০৩৬ । ফ্যাক্স:+৮৮০ ২ ৪৮১১৩১০১
info@ti-bangladesh.org www.ti-bangladesh.org TIBangladesh